মোবাইল ফোনেই উপভোগ করুন থ্রিজি নেটওয়ার্ক

রিয়াদ জোবায়ের

টেলিটকের হাত ধরে বাংলাদেশে পথচলা শুরু হয়েছে থ্রিজি নেটওয়ার্কের। তবে হতাশার ব্যাপার হলো বাংলাদেশে থ্রিজি নেটওয়ার্ক ব্যবহারের সুযোগ যেমন সীমিত, তেমনি এখন পর্যন্ত থ্রিজি সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণাই অনেকের নেই। অনেকের কাছেই এখন পর্যন্ত থ্রিজি মানে ভিডিও কল করার সুবিধা। তাই অনেকেই এখনো থ্রিজি নেটওয়ার্ক সার্ভিস নিতে পিছপা হয়ে আছেন।

থ্রিজি শব্দটি দিয়ে থার্ড জেনারেশন বোঝানো হয়, যা মূলত থার্ড জেনারেশন অব মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন টেকনোলজি বা ট্রাই-ব্যান্ড থ্রিজি প্রকাশ করে। একটি নেটওয়ার্কের জন্য ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইএমটি-২০০০) দিয়ে কিছু সুবিধার মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে এবং যেসব নেটওয়ার্ক সেসব সুবিধা দিতে সক্ষম সে নেটওয়ার্ককে থ্রিজি নেটওয়ার্ক বলা হয়।

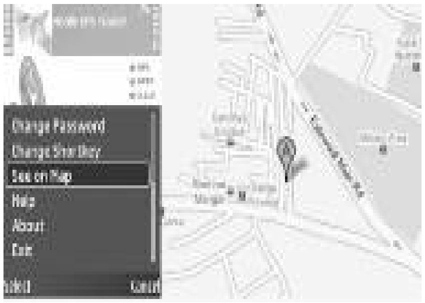

চিত্র-১ : থ্রিজি নেটওয়ার্ক

থ্রিজি নেটওয়ার্ক সুবিধা

উচ্চগতিসম্পন্ন ডাটা ট্রান্সফার : থ্রিজি নেটওয়ার্ক ব্যবহারের সবচেয়ে ভালো সুবিধা হলো এর উচ্চগতিসম্পন্ন ডাটা ট্রান্সফার সিস্টেম। যদিও ঠিক কী পরিমাণ ডাটা প্রতি সেকেন্ডে ট্রান্সফার করতে সক্ষম হলে তা থ্রিজি নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত হবে তা নির্দিষ্ট করা না থাকলেও আইএমটি-২০০০-এর শর্তানুযায়ী ঘরে বসে বা হেঁটে যাওয়ার সময় প্রতিসেকেন্ডে সর্বনিম্ন ২ মেগাবিট বা ২৫৬ কিলোবাইট ডাটা ট্রান্সফার করতে সক্ষম হতে হবে। আর দ্রুতগতির যানবাহনে তা হবে প্রতিসেকেন্ডে সর্বনিম্ন ৩৮৪ কিলোবিট বা ৪৮ কিলোবাইট।

সীমিত খরচ : বাংলাদেশে শুধু টেলিটক থ্রিজি নেটওয়ার্ক প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এ সেবা গ্রহণ করা যাবে টেলিটক থ্রিজির মাধ্যমেই। প্যাকেজভেদে ১.২০ থেকে ৩.৬০ পয়সা প্রতিমিনিট পর্যন্ত ভিডিও কল করা যাবে টেলিটকের মাধ্যমে (১০ সেকেন্ড বা ১ সেকেন্ড পালস সুবিধাসহ)। আবার তুলনামূলক উচ্চগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট ব্যবহার করতে গেলে যেখানে বাড়তি খরচ করতে হয় সেখানে যখন খুশি ব্যবহার করার জন্য মেগাবাইটপ্রতি প্রায় দুই টাকা এবং প্রতি সেকেন্ডে ২৫৬ কিলোবাইট ডাটা ব্যবহার করতে চাইলে ১৭৫ টাকাতেই ১ গিগাবাইট ডাটা সেবা উপভোগ করা যাবে। এছাড়া একই গতিসম্পন্ন আনলিমিটেড ডাটা পাওয়া যাবে ১০৫০ টাকায়।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা : বর্তমান ডিজিটাল যুগে মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য যেসব কেনাকাটা করা প্রয়োজন তা ঘরে বসে অনলাইনেই করা সম্ভব হচ্ছে। এদিক থেকে লেনদেনের জন্য অনন্য নিরাপত্তার পাশাপাশি নেটওয়ার্কেরও নিরাপত্তা নিয়ে যেকেউ সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। সেদিক থেকে আগের ‘এ ৫/১ স্ট্রিম চিপার’-এর পরিবর্তে ‘কাসুমি ব্লক চিপার’ ব্যবহারের ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।

অ্যাপ্লিকেশন : যে সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনগুলো থ্রিজি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে উপভোগ করা যাবে সেগুলো হলো :

চিত্র-২ : মোবাইল টিভি

মোবাইল টিভি : টেলিভিশনকে হাতের মুঠোর ছোট্ট মোবাইলে স্বচ্ছন্দে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে থ্রিজি নেটওয়ার্ক। ফলে নিত্যদিনের নানা টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠান মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই উপভোগ করা যাবে। পছন্দের কোনো অনুষ্ঠান সময়মতো দেখা সম্ভব না হলে পরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেমন ডাউনলোড করে দেখা যাবে তেমনি পছন্দের অনুষ্ঠানটি দেখার সময় তা আবার দেখতে চাইলে রেকর্ডও করে রাখা যাবে। থ্রিজি নেটওয়ার্কের বদৌলতে লাইভ অনুষ্ঠানগুলোর ভিডিও দেখা যাবে কোনো ধরনের বাফার ছাড়াই। ফলে টেলিভিশন দেখার এক নতুন অভিজ্ঞতা হতে যাচ্ছে থ্রিজি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে।

মাল্টিমিডিয়া : গান শুনতে বা ছবি দেখতে কার না ভালো লাগে? কিন্তু ইন্টারনেট থেকে ভিডিও উপভোগ করতে বিনোদনের চেয়ে বিড়ম্বনার স্বীকার হতে হয় বেশি। একদিকে ডাউনলোড হতে যেমন বেশি সময় লাগে, অন্যদিকে ভিডিও দেখার জন্য বাফারিং বা লোড নিতে কালক্ষেপণে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেয়। সমস্যা দূর করা সম্ভব থ্রিজি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। আর থ্রিজি নেটওয়ার্কের সাথে থাকলে যখন খুশি নিজের পছন্দমতো অডিও গান শোনা সময়ের ব্যাপারমাত্র। নিজের পছন্দসই ছবিগুলোও শেয়ার করা যাবে মুহূর্তের মধ্যে।

ভিডিও কল : থ্রিজি নামটি শুনলেই প্রথম যে বিষয়টি মাথায় আসে তা হলো ভিডিও কল সিস্টেম। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শুধু কথাই বলা যাবে না সেই সাথে যার সাথে কথা বলা হচ্ছে মোবাইল ফোনে তার ছবিও দেখা যাবে এ নেটওয়ার্কের ভিডিও কল সুবিধার মাধ্যমে। এছাড়া ভিডিও কনফারেন্সও করা সম্ভব হবে এ সার্ভিস গ্রহণের মাধ্যমে।

End Call
Jamie Cooper

চিত্র-৩ : ভিডিও কল

জিপিএস : যেকোনো এলাকা নির্দেশ করার জন্য এবং নির্দিষ্ট এলাকা নিশ্চিত করার জন্য এখন মোটামুটি গাড়িতে এবং সব স্মার্টফোনেই ব্যবহার করা হয় জিপিএস তথা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম। আর থ্রিজি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করলে খুব দ্রুত এবং অধিকতর নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করা যায় নির্দিষ্ট এলাকাটি।

থ্রিজি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে যা প্রয়োজন : থ্রিজি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে সর্বপ্রথম প্রয়োজন থ্রিজি নেটওয়ার্ক সাপোর্ট করে এমন একটি হ্যান্ডসেট। এরপর থ্রিজি সিমকার্ড বা ওয়াই-ফাইয়ের সাহায্য নিয়ে এ সুবিধা ভোগ করা যায়। আর অবশ্যই সেই সাথে ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য থাকতে হবে একটি নির্দিষ্ট ডাটা-প্ল্যান।

যদিও বিশ্বের অনেক দেশই ফোরজি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আলোর গতিতে কাজ করার পথে আরও একধাপ এগিয়ে যাচ্ছে, এমন অবস্থায় বাংলাদেশে রাজধানী শহরের বাইরে এখনও থ্রিজি নেটওয়ার্ক ব্যবহারের সুব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে থ্রিজি নেটওয়ার্ক সবার জন্য সীমিত খরচে যত দ্রুত উন্মুক্ত করা যায় ততই মঙ্গল কজ

ফিডব্যাক : riyadzubair@gmail.com